

## ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ

### কাজী জহিরুল ইসলাম

মেয়েটির নাম ফাতুমা তা বিত্তু। বাড়ি টোগো। আইভরিকোস্টের এক মুসলিম যুবকের স্ত্রী ফাতুমা তা, আমাদের হিউম্যান রাইটস অফিসের একজন স্থানীয় কর্মী। গত তিন বছর ধরেই দেখছি রমজান মাস এলেই মেয়েটি খুঁজে খুঁজে মুসলমান স্টাফদের বের করে তাদের তালিকা তৈরী করে। এরপর ওদের কাছে তালিকাটি নিয়ে গিয়ে হাজির হয় রমজান মাসের প্রথম সপ্তাহেই। দীর্ঘাঙ্গিনী এই নারী আমার রুমে এসেই একটি মিস্টি হাসি উপহার দিল। এরপর আসসালামুওয়ালাইকুম বলে ওর তালিকাটি বের করে আমার নামটি দেখিয়ে বললো, আশা করি আপনাকে আর নতুন করে কিছু বলতে হবে না। আমি হাসতে হাসতে ওর দিকে কিছু সিফা বাড়িয়ে দিলাম।

রমজান মাসে আইভরিকোস্টের মুসলমানেরা এমনি করে চাঁদা তুলে দরিদ্র মুসলমানদের জন্য সারা মাসের খোরাকির ব্যবস্থা করে। পবিত্র রমজান মাসে যাতে কোন মুসলমান ইফতারি বা সেহরিতে ভুখা না থাকে সেটা নিশ্চিত করা প্রতিটি প্রতিবেশী মুসলমানের দায়িত্ব বলে মনে করে আইভরিয়ানরা। শুধু তাই নয়, আমি খুব অবাক হয়েছি দেখে যে সার্জ গাই, আমার এক খ্রীস্টান সহকর্মী, তার স্ত্রীও আমার জন্য খাবার তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই খাবার হলো সুজি এবং তিলের তৈরী এক ধরণের তরল খাদ্য। সার্জ জানালো, ইফতারিতে আমাদের মুসলমান বন্ধুরা এই খাবারটিই খেতে বেশি পছন্দ করেন। তাই তোমার জন্য আমার স্ত্রী এটা বানিয়ে পাঠিয়েছে।

আইভরিকোস্টের বড় বড় সুপারমার্কেটগুলো নিয়ন্ত্রণ করে লেবাননি ব্যবসায়ীরা। রমজান মাসে ওরা নানা রকম ডিসকাউন্ট দেয় খাবার-দাবারের ওপর। কোন কোন রেস্টুরেন্টও রমজান মাস উপলক্ষে খাবারের দাম কমিয়ে দেয়। এখানে দ্রব্যমূল্য খুব একটা বাড়ে না। গত পনের বছর আগে গরুর মাংসের যা দাম ছিল আজো তা-ই আছে। তবে শাক-সজির দাম মাঝে মাঝে উঠা-নামা করে। এই উঠা-নামা আমাদের দেশের মতো কেবল উঠা-ই নয়, প্রকৃত অর্থেই উঠা-নামা। কখনো ৫০ সিফা (৭ টাকা) বেড়ে যায়, আবার কখনোবা ৫০ সিফা কমে যায়। এর বেশি তারতম্য হয় না। তবে রমজান মাসে খুচরো ব্যবসায়ীরাও সতর্ক থাকেন যাতে কোন জিনিসের দাম না বাড়ে। এই খুচরো ব্যবসায়ীরা কিন্তু শুধু মুসলমান নয়। মুসলমান, খ্রীস্টান এবং এনিমিস্ট সকলেই আছে এই দলে। অতি আশ্চর্যজনকভাবে সকল ধর্মের প্রতি সকল ধর্মের মানুষের শ্রদ্ধাবোধ আইভরিয়ানদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একবার বাসা খুঁজতে গিয়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনিই ফ্ল্যাটের মালিক। তিনি ইংরেজী বোঝেন না বলে তার মেয়েকে ফোনে ডেকে পাঠান। আমি কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না লোকটির নাম কি করে জ্যামারি হয় আর তার কন্যার নাম আমিনাতা হয়। আমার কৌতুহল দূর করতে প্রশ্ন করি। আপনারা খ্রীস্টান না মুসলমান? মেয়েটি বলে, আমি মুসলমান তবে আমার বাবা এনিমিস্ট। আমি বলি, এটা কি করে সম্ভব? আমিনাতা বলে, ধর্মতো কোন পারিবারিক বিষয় নয়, এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। আমার ইসলাম ধর্ম পছন্দ তাই আমি মুসলমান, উনার কোন ধর্ম পছন্দ নয়, তাই উনি এনিমিস্ট। আমাকে দ্বিতীয় দফায় অবাক করে দেওয়ার জন্যই বোধ হয় ও পরের কথাটি বলে, আমার স্বামী কিন্তু একজন খ্রীস্টান। এবারতো আমাকে একটি প্রশ্ন করতেই হয়। তাহলে তোমাদের বাচ্চা-কাচ্চারা কোন ধর্মের অনুসারী? আমিনাতা বলে, এটা ওদের ব্যাপার। ওরা যখন বড় হবে, যে ধর্ম ওদের ভালো লাগবে সেই ধর্মই অনুসরণ করবে।

আইভরিকোস্টে সংঘর্ষ আছে, মারামারি আছে, দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু ধর্ম নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে হলো এথনিসিটি। আর সেই সংঘাতের আঙুনে অনবরত ঘি ঢালে রাজনীতি। সকল ধর্মের মানুষের শুধু সহাবস্থানই নয়, সকল ধর্মের মানুষের প্রতি সকল ধর্মের মানুষের শ্রদ্ধাবোধ এই জাতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ওরা যেমন জাতিগতভাবে রমজানের (ওদের ভাষায় কারিম) প্রতি শ্রদ্ধাশীল ঠিক তেমনি খ্রীস্টান-মুসলমান একত্রে ঘটা করে বড়দিনও পালন করে। ঈদ, বড়দিন এই দিনগুলো সমগ্র আইভরিয়ানের জন্য উৎসবের দিন। কে কোন ধর্মের অনুসারী এতে কিছুই এসে যায় না। এর অর্থ এই নয় যে ওরা ধর্ম ঠিকমতো পালন করে না। মুসলমান ট্যাক্সি ড্রাইভারদেরকে দেখি নামাজের সময় রাস্তার পাশে ফুটপাতে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ছে। নিজের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা কখনোই অন্যের ধর্মের প্রতি মানুষকে অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে না।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭